



258981 - আরশে ইস্তিওয়াক্কে বসা বা উপবষ্টিট দিয়ে তাফসিরি করা কিসঠকি?

প্রশ্ন

কোন মুসলমিরে জন্য এ কথা বলা কিজায়যে য়ে, আল্লাহ্ আরশে উপবষ্টিট? আমাদরে কি এভাবে বলা জায়যে হবযে য়ে, যখন আল্লাহ্ আরশরে উপর বসনে তখন তিনি এটা এটা করনে? উল্লেখ্য, যনি এ কথা বলছেন তিনি আল্লাহ্ সাথ্যে ঠাট্টা করে বলনেনি। কনিত্তু তিনি ‘আরশরে উপরে বসা’ শব্দটি ব্যবহার করছেন। সুতরাং তিনি কি আল্লাহ্ কাছ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং এ ধরণরে কাজ পুনরায় না করার সদিধান্ত নয়ো যথেষ্ট? এ সম্পর্কযে জিজ্ঞেসে করাই আমার প্রশ্ন। কনেনা আমি আল্লাহ্ সম্পর্কযে অসঙ্গত কথা বলার ভয়াবহতা জানি এবং জানি য়ে, কছি কছি অবস্থায় ব্যক্তি মুসলমি মলিলাত থেকে বরে হয়ে যতে পারে। আমি যটোর কথা উল্লেখ করছে সটো কি এমন অবস্থার মধ্যযে পড়বযে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আল্লাহ্ ক্বতেরে সাব্যস্ত হচ্ছ্যে তিনি আরশরে উপর ইস্তিওয়া করেছেন; যভোবে তাঁর মর্যাদা ও পরপূর্ণতার সাথ্যে সঙ্গতপূর্ণ সইভাবে। পবতিরময় তিনি।

আল্লাহ্ কতিবরে সাত জায়গায় ইস্তিওয়া গুণটি উদ্ধৃত হয়েছ্যে। এর মধ্যযে রয়েছে আল্লাহ্ বাণী:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الْأَعْرَافِ/54

(নিশ্চয়ই তমোদরে প্রভু আল্লাহ, যনি ছয়দিনে আসমান ও জমনি সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে ইস্তিওয়া করেছেন)[সূরা আরাফ, ৭: ৫৪]

ইস্তিওয়া এর মশহুর তাফসিরি হলো: উর্ধ্বযে উঠা ও উপরে উঠা।

ইমাম বুখারী তাঁর সহহি কতিবযে বলেন: ‘তাঁর আরশ ছিল পানরি উপরে এবং তিনি মহান আরশরে প্রভু’ শীর্ষক অধ্যায়।

আবুল আলিয়া বলেন: استوى إلى السماء ارفع... (তনি আসমানরে উপরে উঠছেন।)

মুজাহিদি বলেন: استوى मानة العرش على (তনি আরশরে উর্ধ্বযে উন্নীত হয়েছেন)।



ইমাম বাগাভী বলেন: **ثم استوى إلى السماء**: ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ পূর্বসূরী (সালাফ) তাফসিরিকার বলছেন: **ارتفع** إلى السماء (আসমানেরে উর্ধ্ববে উঠছেন)। [তাফসিরি বাগাভী (১/৭৮) থেকে সমাপ্ত] হাফযে ইবনে হাজার ফাতহুল বারী (১৩/৪১৭)-তে এটি উদ্ধৃত করছেন এবং বলছেন: আবু উবাইদা, আল-ফাররা ও অন্যান্যরাও অনুরূপ কথা বলছেন।

পক্ষান্তরে, **الجلوس** (বসা) এ তাফসিরিটি কিছু হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে; য়ে হাদিসগুলো সহি নয়।

কিন্তু কিছু কিছু সালাফ (পূর্বসূরী) এটাকে ইস্তিওয়া-এর তাফসরি হিসেবে সাব্যস্ত করছেন; যমেনটি এসছে ইমাম খারজা বনি মুসআ'ব আদ-দুবায়ি' থেকে যা আব্দুল্লাহ বনি আহমাদ 'আস-সুনাহ' গ্রন্থে (১/১০৫) সংকলন করছেন।

হাফযে দ্বারাকবুতনী তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু পংক্তিতে: **القعود** (উপবষ্টি) কে সাব্যস্ত করছেন।

যদি এ শব্দটি সাব্যস্ত হওয়া ধরে নেয়া হয় তদুপরী এক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অস্বীকার করার বশির্বা সাখা ওয়াজবি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“যখন জানা গলে য়ে, ফরেশেতারা ও বনী আদমরে রূহসমূহ নড়াচড়া করা, উর্ধ্ববে উঠা ও অবতরণ করা ইত্যাদি গুণে গুণান্বতি; কিন্তু সটো বনী আদমরে দহেরে নড়াচড়া ও অন্যান্য গুণাবলী য়েগুলো আমরা দুনিয়াতে চর্মচক্ষুে দেখে সিগেলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং এগুলোর ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘট সম্ভব যা বনী আদমরে দহেসমূহরে মধ্যযে ঘট সম্ভবপর নয়= সুতরাং প্রভু এ ধরণে গুণে গুণান্বতি হওয়ার সম্ভাব্যতা ও দহেসমূহরে অবতরণে সাদৃশ্য থেকে দূরবর্তী হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত।

বরং তাঁর অবতরণ ফরেশেতাদরে ও বনী আদমরে অবতরণে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; যদিও সটো তাদরে দহেরে অবতরণে অধিক নকিটবর্তী।

যহেতে মৃতব্যক্তির কবরে বসাটা তার দহে বসার মত নয় সহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আল্লাহর ‘উপবষ্টি হওয়া ও বসা’-র ব্যাপারে য়ে হাদিসগুলো এসছে; যমেন জাফর বনি আবু তালবে (রাঃ) এর হাদিস, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর হাদিস= সটো মাখলুকরে দহেরে বশেষ্ট্যে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া অধিক যুক্তযুক্ত।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৫/৫২৭)]

এই শব্দরে ব্যাপারে অধিক নকিটবর্তী অভিমত হলো: এটি ব্যবহার করা থেকে বরিত থাকা। যহেতে এ শব্দটি কুরআনে আসনে, সহি হাদিসে আসনে এবং সাহাবীদের উক্তিতেও আসনে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “পক্ষান্তরে আল্লাহ তাঁর আরশেরে উপরে স্থতিশীল হওয়ার তাফসরি সালাফ (পূর্বসূরী) দরে



থেকে মশহুর। ইবনুল কাইয়্যমে তাঁর 'নুন্য়িয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

আর 'বসা' ও 'উপবষিট' মর্মে তাফসরি সালাফদের কটে কটে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিছু খটকা আছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।”[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১/১৯৬) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বাররাক (হাফিঃ) বলেন: “কিছু কিছু আছারে আল্লাহ্‌র দিকে 'বসা' গুণকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর কুরসতিতে যভাবে ইচ্ছা সভাবে বসনে। হতে পারে কোন কোন ইমামও এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এবং শাইখ (অর্থ্যাৎ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া)-র কথার প্রাসঙ্গিকতা 'ইস্তিয়া' উপবষিট হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়ে। কিন্তু উত্তম হচ্ছে এ শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা; যদি না এটি সাব্যস্ত হয়।”[শারহু রসিলাতু তাদমুরিয়া (পৃষ্ঠা-১৮৮) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা 'বসা' শব্দ ব্যবহার করার অভিমত পোষণ করি না। বরং এভাবে বলা যাবে: তিনি আরশের উপর 'ইস্তিয়া' করেছেন। ইস্তিয়াকে উর্ধ্বে উঠা ও উপরে উঠা দিয়ে তাফসরি করা হবে।

আর কটে যদি কোন কোন সালাফ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেটাকে আঁকড়ে ধরনে তাহলে এর প্রতিবাদ করা ঠিক নয়।

কিন্তু তাকে এ কথা বলা যায় যে, সাধারণ মানুষের সামনে এ কথা বলা উচিত নয়। হতে পারে এটি তাদের জন্য ফতিনার কারণ হবে। হতে পারে তারা এটাকে সাদৃশ্যতা মনে করবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে, এইভাবে বলা কুফরী নয়। বরং এটি ইস্তিয়া শব্দে মতভেদপূর্ণ তাফসরি।

এবং আমরা উল্লেখ করেছি যে অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে: এ শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।